ভোরের কাগজ

তারিখ 15 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৭০ কলাম ৪

স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকদের সংবাদ সম্মেলন

অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরিপন্থী

কাগজ প্রতিবেদক : বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী বলেছেন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম ও আইনের পরিপন্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিউটে প্রকৌশল ও স্থাপত্য অনুষদের জন্য পৃথক দুটি ভর্তি পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে।

গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য অনুষদের শিক্ষকদের আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন। সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন শামসুল ওয়ারেস, জেবুন নাসরিন আহমদ, ফুয়াদ হাসান মল্লিক প্রমুখ। সম্মেলনে বশিরুল হক, রবিউল হুসাইনসহ দেশের প্রতিষ্ঠিত স্থপতিরা এবং বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে অধ্যাপক মীর মোবেশ্বর আলী আরো জানান, গত ২ ফেব্রুয়ারি থেকে অভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য কর্মবিরতি পালন করে আসছে এবং পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত তারা এ কর্মসূচি চালিয়ে যাবে। অভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতির অধীনে ভর্তি প্রক্রিয়ার সকল কর্মকাণ্ড থেকে স্থাপত্যের শিক্ষকরা বিরত থাকবেন বলে তিনি সম্মেলনে উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী আরো বলেন, প্রকৌশল বিদ্যার প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতা এবং স্থাপত্য বিদ্যায় প্রয়োজন শৈল্পিক সৃজনশীলতা। দুটি আলাদা বিষয় বলেই প্রকৌশল অনুষদে ৪ বছর এবং স্থাপত্য অনুষদে ৫ বছরের কোর্স চালু রয়েছে। স্থাপত্য বিভাগে ৫০ ভাগের বেশি ক্লাস নেওয়া হয় ডিজাইন বিষয়ে। প্রকৌশল ও স্থাপত্য দুটি ভিন্ন বিষয় হওয়ার কারণেই পৃথক ভর্তি পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন।